# বাংলাদেশে প্রকাশিত তথ্যের উৎসসমূহ
# (Sources of Published Statistics in Bangladesh)

# ৯

বাংলাদেশে পরিসংখ্যান তথ্যের উৎসসমূহ হচ্ছে দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতির বা বিষয়ের উপর তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন প্রকাশনা। এ ধরনের প্রকাশনা হতে পারে সরকারী, বেসরকারী, কোন সংস্থার বা ব্যক্তি বিশেষের। আমরা সবসময়ই বিভিন্ন প্রকার তথ্যের অনুসন্ধান করে থাকি যেমন - শিক্ষা তথ্য, কৃষি তথ্য, শিল্প তথ্য ইত্যাদি। কাজেই বাংলাদেশের পরিসংখ্যান তথ্যের উৎসসমূহ কোথায় সে সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই ইউনিটটিতে এই সমস্ত তথ্যের উৎস নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

এই পৃষ্ঠা খালি যাবে

# ইউনিট-৯

## *পাঠ-১ : বাংলাদেশে প্রকাশিত তথ্যের উৎসসমূহ*

### পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের প্রধান উৎস 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো' সম্বন্ধে বলতে পারবেন
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যক্রম সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন
- যে সকল মন্ত্রণালয় থেকে পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন
- বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশে প্রকাশিত কয়েকটি প্রধান প্রধান পরিসংখ্যান প্রকাশনার নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

### বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

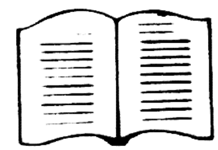

বাংলাদেশে প্রকাশিত তথ্যের প্রধান উৎস এবং পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র হাতে কেন্দ্রীভুত। কিছু কিছু মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাও পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকাশনার কাজ করে থাকে। তবে এ সকল মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ কৃষি মন্ত্রণালয়ে শুধু কৃষিতথ্য পাওয়া সম্ভব, শিল্প মন্ত্রণালয়ে শিল্প তথ্য। ফলে কৃষি মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-তে সাধারণত সব ধরনের তথ্য পাওয়া যায়।

অর্থনীতি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটা পৃথক বিভাগ হিসেবে পরিসংখ্যান ব্যুরো কাজ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে এবং পরিসংখ্যান বিভাগ স্থাপন হয় ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে। কার্যত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গঠিত হয়েছে আদমশুমারী, কৃষিশুমারী এবং পরিসংখ্যানের সাথে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকাশনার জন্য। এই পরিসংখ্যান ব্যুরো অর্থনীতি ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে কাজ করে। আসুন তাহলে দেখা যাক পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান শাখাগুলো কী।

### পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনার ছয়টি শাখা

- জনসংখ্যা ও জনবিজ্ঞান
- কৃষি পরিসংখ্যান
- জাতীয় আয়, বাণিজ্য, শিল্প এবং শ্রম পরিসংখ্যান
- নমুনা জরিপ এবং গবেষণা
- কম্পিউটার এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ
- পুনরুৎপাদন, নিরীক্ষণ এবং প্রকাশনা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন ধাপে কার্য পরিচালনা করে থাকে, এমনকি থানা পর্যায় পর্যন্ত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শাখা অফিসসমূহ থানা পর্যায়ে বিস্তৃত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শাখা অফিসসমূহ থানা পর্যায়ে বিস্তৃত। এ থানা পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হচ্ছে থানা পরিসংখ্যানবিদ।

তাহলে এতক্ষণ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে প্রধান শাখাগুলো রয়েছে তা জানতে পারলেন। এছাড়া থানা পর্যায়ে বিস্তৃত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে থানা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা রয়েছে তাও জানলেন।

এবার পরিসংখ্যান বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রশাসনিক বিন্যাসটা কিরূপ তা জানা দরকার।

**পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাঠামো নিম্নরূপ ঃ**

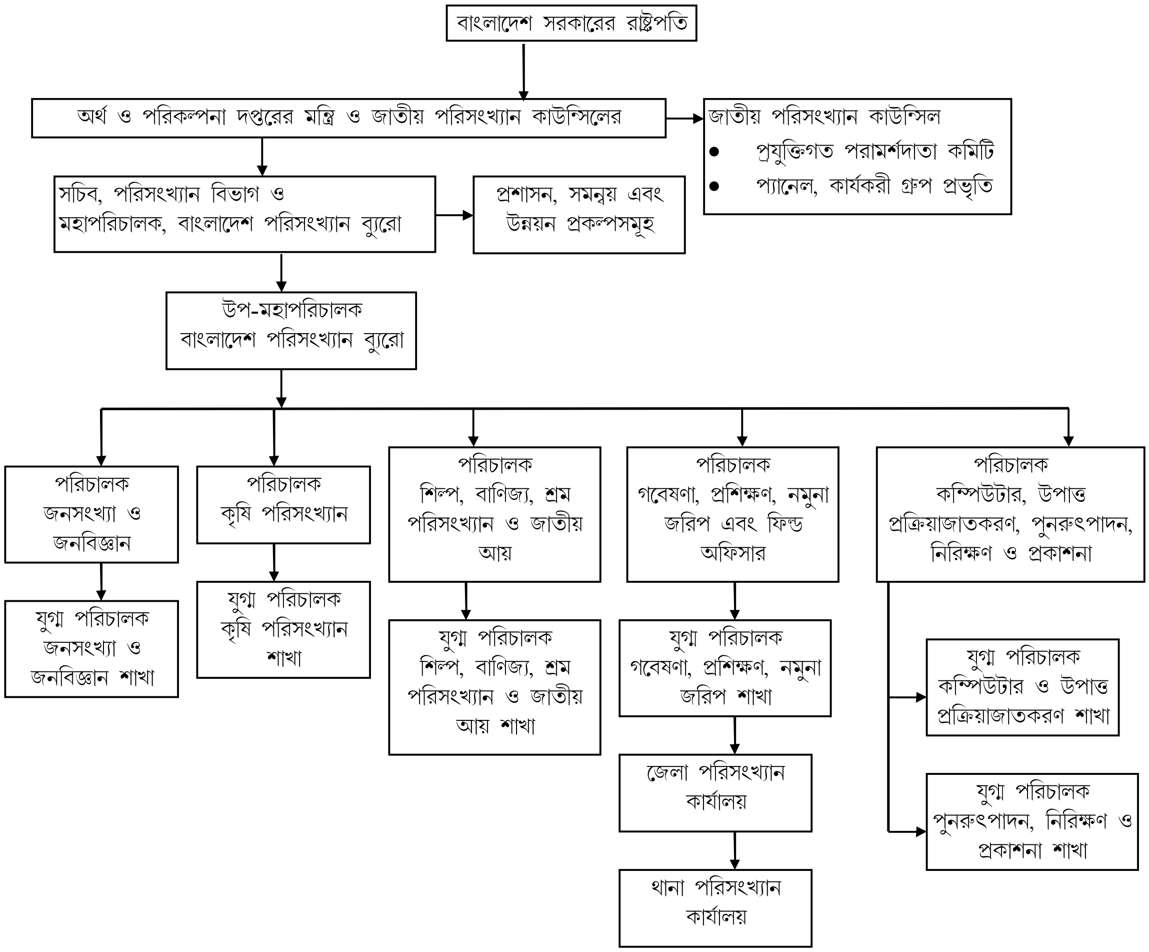


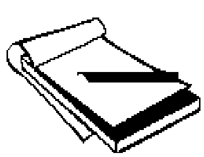

**অনুশীলন**
মনে করুন, আপনি একটি গার্মেন্টস কারখানা স্থাপনে আগ্রহী। এজন্য আপনি কী কী তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন? একাজে বাংলাদেশে প্রকাশিত তথ্যের উৎসসমূহ আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? (অনুর্ধ্ব ৫০০ শব্দ)

প্রশাসনিক বিন্যাস জানার সাথে সাথে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, কোন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আপনি থানা পর্যায়ে কোথায় যাবেন বা জেলা পর্যায়ে কোথায় যাবেন। এছাড়া নির্দিষ্ট কোন তথ্যের জন্য যেমন কৃষি তথ্য এর জন্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর কোন বিভাগে যাবেন তা বুঝতে পেরেছেন। এবার আসুন দেখা যাক্ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যক্রমগুলো কী।

## বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্থাপনের পর সকল মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীনে চলে আসে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষি শুমারী, আদমশুমারী, জাতীয় আয়, শিল্পোৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক

আয়-ব্যয়, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান এবং জনবিজ্ঞান। আসুন তাহলে এই কার্যক্রমগুলি পর্যায়ক্রমে জানার চেষ্টা করি।

### *আদমশুমারী ও জনসংখ্যা জরিপ*

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যক্রমের আওতায় আদমশুমারী প্রতি দশ বৎসর অন্তর এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যা জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারী করা হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর ১৯৮১ এবং তৃতীয় বার ১৯৯১ সালে আদমশুমারী পরিচালনা করা হয়। আদমশুমারীতে পরিবার ও ব্যক্তির মূল বৈশিষ্ট্যের উপর একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে সে অনুযায়ী জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেশে মোট জনসংখ্যা কত, শতকরা কতজন শিক্ষিত, কতজন কৃষক ইত্যাদির উপর রিপোর্ট তৈরি করা হয়। এরপরে আসছে কৃষি পরিসংখ্যান।

> শুধুমাত্র জনসংখ্যা সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা হয় আদমশুমারী ও জনসংখ্যা জরিপের মাধ্যমে।

### *কৃষি পরিসংখ্যান*

কৃষি পরিসংখ্যান কার্যক্রমটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, চলতি কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ দ্বিতীয়ত, কৃষি শুমারী পরিচালনা। চলতি কৃষি পরিসংখ্যান কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত সকল ঋতুগত শস্যের পরিমাণ নিরূপণ করা ছাড়াও পশু সম্পদ, মৎস ও বনজ সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। প্রতি বছর জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি রেকর্ড করা হয়। এ কার্যক্রমের বার্ষিক প্রকাশনা হলো জলবায়ু এবং ফসল সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য কৃষি পরিসংখ্যান।

> চলতি কৃষি পরিসংখ্যান জরিপ চালনা করা হয় প্রায় প্রতি বছর কিন্তু শুমারী পরিচালনা করা হয় কয়েক বছর পর পর।

অন্যদিকে কৃষি শুমারী পরিচালনা করা হয় একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর। বাংলাদেশের প্রথম কৃষি শুমারী পরিচালিত হয় ১৯৭৭ সালে। কৃষি শুমারীর উদ্দেশ্য হলো - জাতীয় ভিত্তিতে মূল উপাত্ত সংগ্রহ, গ্রাম পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন। এছাড়া সংগৃহীত উপাত্ত থেকে একর প্রতি উৎপাদন, পশুসম্পদ, মৎস সম্পদ, পল্লী ঋণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

### *জাতীয় আয় এবং বণিজ্য*

এক্ষেত্রে জাতীয় আয় নিরূপণ এবং ব্যবসা বাণিজ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই কর্মসূচীর অধীনে জাতীয় আয়, জাতীয় ব্যয়, জেলাভিত্তিক দ্রব্যের মূল্যমান, শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক সংখ্যা ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। এরপর রয়েছে বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান। বাণিজ্য পরিসংখ্যানের পরিধি শুধু বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যানের সম্পাদনা, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তবে শুল্ক বিভাগের নিকট থেকে আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের বিবরণ থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিসংখ্যান রাখার ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি।

> বাণিজ্য পরিসংখ্যানের পরিধি শুধু বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যানের সম্পাদনা, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

### *শিল্প ও শ্রমিক*

১৯৪২ এবং ১৯৫৫ সালে যথাক্রমে শিল্প পরিসংখ্যান আইন ও শিল্প শুমারী আইন নামে দুটি আইন পাশ হয়েছিল। তবে ১৯৬৫ সালে প্রথম ফ্যাক্টরী আইনের অধীনে রেজিস্ট্রীকৃত উৎপাদনশীল শিল্পসমূহের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই শিল্প শুমারীতে দেশের সমস্ত এককসমূহের তথ্য পাওয়া যায়না। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় অস্থায়ী জরিপ পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই জরিপে কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠার (establishment) বৎসর, বিনিয়োগকৃত মূলধন, কর্মসংস্থান, কাঁচামাল, জ্বালানী, বিক্রয়, উৎপাদন, মূল্য ইত্যাদি তথ্য থাকে। এ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, শুমারী জরিপের মাধ্যমে প্রায় সকল গুরুত্বপুর্ণ শিল্প হতে ৪৪ প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর তথ্য পাওয়া যায়।

> বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ, উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় শিল্প পরিসংখ্যানে। আর শ্রম সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য সংগ্রহ করা হয় শ্রম পরিসংখ্যান।

এছাড়া শ্রম পরিসংখ্যান কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অ-কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা, মহিলা শ্রমিকের কর্মসংস্থান এবং স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত লোকের সংখ্যা নিরূপণ করা। শ্রম, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বিতরণ বাণিজ্য নির্মাণ ইত্যাদি কাজের উন্নয়নের জন্য শিল্প ও শ্রম পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়ে থাকে।

এতক্ষণ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার কিছুটা ধারণা হলো। আপনি আরও জ্ঞান অর্জন করলেন পরিসংখ্যান ব্যুরো ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পরিসংখ্যানিক তথ্যের উৎস হিসেবে কীভাবে কাজ করছে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শুধু মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে। এবার তাহলে দেখা যাক বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কিভাবে কোন ধরনের তথ্যসংগ্রহ করে।

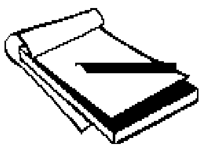

**অনুশীলন**
যে কোন একটি ক্ষুদ্র শিল্পের নাম উল্লেখ করুন। উক্ত শিল্পের সাথে জড়িত কাঁচামাল, শ্রমিক ও বাজার (বিপণন) সংক্রান্ত কী কী তথ্য আপনার প্রয়োজন হতে পারে তা উল্লেখ করুন। বাংলাদেশে প্রকাশিত তথ্যের উৎসসমূহ এ ব্যাপারে আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? (অনুর্ধ্ব ৫০০ শব্দ)

### শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমানে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সাংবিধানিক কমিশন, সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ, স্বায়ত্বশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও শিক্ষা, ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ে বিভাগ রয়েছে। এই বিভাগের বর্ণনা দেওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) সম্পর্কে আপনাকে কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

#### *বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS)*

> BANBEIS বাংলাদেশের প্রাইমারী শিক্ষা পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্যের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের সাথে যুক্ত একটা সংগঠন। এ সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য হলো -বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায় হতে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ, সংবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা। ব্যানবেইস বাংলাদেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র, শিক্ষক, অন্যান্য কর্মচারী সংক্রান্ত এবং জুনিয়র মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, পরীক্ষার ফলাফল, কম্যুনিটি স্কুল, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করে। **বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হলো ব্যানবেইস।** ব্যানবেইস এর অফিস হচ্ছে পলাশী, নীলক্ষেত।

এবার আসছে শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত কিছু ধারণা।

#### *শিক্ষা বিভাগ*

> ব্যানবেইস ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা ডাইরেক্টরেট ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ব্যানবেইস ছাড়াও শিক্ষা বিষয়ক তথ্যসংগ্রহের জন্য আপনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ডাইরেক্টরেট, প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা ডাইরেক্টরেট - এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এদের সাথে আরো রয়েছে স্ব-স্ব পরিকল্পনা এবং পরিসংখ্যান কোষ। এ সকল ডাইরেক্টরেট থেকে নির্দিষ্ট ধরনের তথ্যসংগ্রহ করা যায়। নির্দিষ্ট ধরনের অর্থাৎ গণশিক্ষা বিভাগ থেকে গণশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর তথ্য সংকলন ও নিয়মিত প্রকাশ করে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণা কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকে। এসকল গবেষণার ফলে সমাজের বিভিন্ন দিকের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় - যেটা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

#### *ধর্ম সম্পর্কিত পরিসংখ্যান*

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বাংলাদেশে কতগুলো মসজিদ, মন্দির বা গির্জা - এ ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলোকে কী পরিমাণ সরকারী ও অন্যান্য অনুদান দেয়া হয় এ ব্যাপারে তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে।

#### *ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিভাগ*

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিভাগ ক্রীড়া উন্নয়নের ও সংস্কৃতি বিকাশের প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে।

### বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাণিজ্য, শিল্প এবং পাট এ তিনটি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মাধ্যমে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ হলো শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কয়েকটি সংস্থা রয়েছে যেমন - কৃষি, বিপণন ও বিন্যাস সংস্থা। এই সংস্থা কৃষি পণ্যের বাজারদর ও অন্যান্য বিপণন তথ্যসংগ্রহ ও প্রকাশনা এবং কৃষি বাজারের অবস্থা সংক্রান্ত গবেষণার কাজে লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ কৃষি দ্রব্যের বাজার দর বাড়ছে না কমছে এবং এর প্রভাবে সমাজের কী পরিবর্তন হচ্ছে সেই সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

তাছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পরিসংখ্যান কোষ রয়েছে যা, দেশের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। এছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নামে অন্য একটা সংস্থা রয়েছে যা দেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে।

### শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের শ্রমিক, শ্রম কল্যাণ ও জনশক্তি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করে থাকে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়। শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন এই মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম বিভাগ দেশে প্রচলিত শ্রম বিষয়ক আইন যেমন - ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট, ফ্যাক্টরি আইন, পেমেন্ট অব ওয়েজ এ্যাক্ট, সর্বনিম্ন মজুরী আইন, শিশুশ্রম ও নিয়োগ আইন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই মন্ত্রণালয় দেশে কর্মসংস্থানের অবস্থা, বেকারত্ব নিরূপণ, বিভিন্ন সংস্থায় জনশক্তি নিয়োগ, বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং জনশক্তি পরিকল্পনা ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাপক তথ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। এ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের প্রকৌশলী, চিকিৎসক এবং শিক্ষিত জনশক্তি সম্পর্কেও তথ্য সংরক্ষণ করে।

> জনশক্তির উন্নয়ন, রফতানী, দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে এর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমও এই মন্ত্রণালয় পরিচালনা করে।

### কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ, উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ, কৃষি পণ্য ও পশুজাত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা মূল্য ইত্যাদি সংগ্রহ করে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বাংলাদেশের কৃষি পণ্য বিতরণের পর তথ্য সংগ্রহ করে। কৃষি পণ্যের মূল্য এবং কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে থাকে। বাংলাদেশে বনজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি সংস্থা রয়েছে। এ সংস্থা বনশিল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং সংকলন ও বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করে।

> কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষিজ ও বনজ সম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও তা জনগণের কাছে প্রকাশ করে থাকে।

### অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

অর্থ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ করে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশক। এই শাখার উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান প্রকাশনার মধ্যে “Bangladesh Economic Survey” একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ১৯৯৫ সন থেকে এই প্রকাশনার নামকরণ হয়েছে “Bangladesh Economic Review”। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের বাৎসরিক অগ্রগতি এ প্রকাশনায় স্থান পায়। বাংলাদেশের জাতীয় আয়, কৃষি পণ্য, শিল্প, সরকারী অর্থব্যবস্থা, মুদ্রা ও ব্যাংকিং, বৈদেশিক বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও জনশক্তি, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ প্রকাশনায় স্থান পায়। তাহলে উপরের এসকল বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করা প্রয়োজন।

> অর্থ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ করে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

**অনুশীলন**
দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ভিত্তিক একটি শিল্পের উদাহরণ দিন এবং সেই শিল্প সংক্রান্ত গত পাঁচ বৎসরের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করুন। (অনুর্ধ্ব ৩০০ শব্দ)

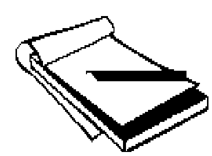

### পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক, দ্বিবার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক বা অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। এ সমস্ত পরিকল্পনার দলিলগুলি পরিসংখ্যান রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশিত না হলেও এখানে অনেক পরিসংখ্যানিক তথ্য উপস্থিত থাকে। এসকল পরিকল্পনায় উন্নয়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ, খাতওয়ারী নির্ধারিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, পূর্ববর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা এবং

> কোন পরিকল্পনার উন্নয়ন, অর্জিত সাফল্য, লক্ষ্যমাত্রা ও টার্গেটের পার্থক্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ পরিকল্পনা কমিশন করে।

পরবর্তী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য থাকে। কাজেই পরিকল্পনা কমিশন থেকে আপনি উন্নয়নের খাতওয়ারী বরাদ্দ, উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত উন্নয়ন ইত্যাদির উপর তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

### যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের সকল মাধ্যম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করে থাকে এই যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কিছু শাখা পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে থাকে। যেমন, সড়ক পরিবহণ সংস্থা। এই সংস্থা সড়ক পরিবহণ বিশেষ করে, ট্রাকের উপর পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ করে। বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্থা, রেলওয়ে পরিসংখ্যান অর্থাৎ বাংলদেশে কতগুলো ট্রেন রয়েছে, কোন কোন রুটে চলে, কত মাইল ট্রেন লাইন আছে, রেলওয়ে থেকে বাৎসরিক কত আয় হয় ইত্যাদি তথ্য প্রকাশ করে।

জাহাজ চলাচল বিভাগ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন নৌপরিবহন সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলের উপর তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর রয়েছে বাংলাদেশের ডাক বিভাগ। ডাক বিভাগ বাংলাদেশের ডাক ঘরের সংখ্যা, ডাক কর্মকর্তা ও ডাক পিয়নের সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সংকলিত বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করে। এছাড়া বাংলাদেশের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড টেলিগ্রাম ও টেলিফোন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানিক রিপোর্ট পেশ করে।

### প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

পর্যটন, বিমান পরিবহন ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ পর্যটন বিভাগ ও বাংলাদেশ বিমান। বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগ দেশের আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত এবং জলবায়ুর উপর পরিসংখ্যান রাখে এবং হঠাৎ করে সমুদ্রে নিম্নচাপ বা কোন বিপর্যয়ের সম্ভাবনা লক্ষ্য করলে জনগণকে জানিয়ে দেয়। পর্যটন কর্পোরেশন পর্যটন সংক্রান্ত অর্থাৎ বাংলাদেশে কতগুলো পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে, সেখান থেকে কী পরিমাণ জাতীয় আয় হয় ইত্যাদির উপর তথ্যসংগ্রহ করে। এছাড়া বাংলাদেশ বিমান তাদের নিজস্ব কার্যক্রম, মালামাল পরিবহন ইত্যাদি কার্যক্রমের পরিসংখ্যান রাখে।

### স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে **একটি** অপরাধ দমন ব্যুরো। দেশে যে অপরাধ সংঘটিত হয় এর রেকর্ড রাখে এই মন্ত্রণালয়। **অপরটি** হচ্ছে দেশান্তর এবং অভিবাসন ডাইরেক্টরেট। এ ডাইরেক্টরেট বাংলাদেশ থেকে কত লোক বিদেশে যাচ্ছে এবং বিদেশ থেকে কত লোক বাংলাদেশে আসছে তার হিসাব রাখে।

### স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী যেমন - কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী রয়েছে। এসকল একাডেমী বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের উপর গবেষণা, তথ্য সংকলন ও রিপোর্ট প্রকাশ করে। এছাড়া এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে আরেকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

### জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানী, তেল, খনিজ, ও শক্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়ের।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ খনি উন্নয়ন সংস্থা। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পরিসংখ্যান শাখা কী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, বিদ্যুতের চাহিদা ও বন্টনের উপর পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের উপর পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তেল আমদানি, জ্বালানী খরচ ইত্যাদির উপর পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে।

### স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে স্বাস্থ্য ডাইরেক্টরেট, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শাখা এবং নার্সিং কাউন্সিল। স্বাস্থ্য দপ্তর জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শাখা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের উপর তথ্য সংগ্রহ করে। এছাড়া প্রতিমাসে কী পরিমাণ জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য-এ সবের উপর একটি রিপোর্ট বের হয়।

### সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয় Statistics on Civil Employees in Bangladesh Government নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ রিপোর্ট অনুযায়ী বিভাগ (যেমন- ঢাকা, রাজশাহী, চিটাগাং, খুলনা, বরিশাল) ভিত্তিক সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অনুমোদিত ও প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

### ব্যাংকিং

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী ব্যাংকের নিজস্ব গবেষণা ও পরিসংখ্যান কোষ রয়েছে। এ সকল ব্যাংক নিজ নিজ কার্যক্রমের উপর ত্রৈমাসিক ব্যাংক রিভিউ প্রকাশ করে। কাজেই এ ধরনের রিভিউ থেকে ব্যাংকগুলো কি কাজ করছে ইত্যাদির উপর তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

### বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যাংকিং, মুদ্রা প্রচলন, সরকারী ঋণ, লেনদেনের ভারসাম্য এ জাতীয় তথ্য সংগ্রহ সংকলন ও রিপোর্ট প্রকাশের মূল উৎস বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা পরিসংখ্যান গবেষণা কোষ রয়েছে। এই সেল তিনটি বার্ষিক, ৩টি ত্রৈমাসিক এবং ২টি মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বার্ষিক প্রতিবেদনগুলোতে আমদানি ব্যয়, রপ্তানি আয় এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। ত্রৈমাসিক রিপোর্টে তফসিলি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য থাকে। মাসিক বুলেটিনে তফসিলভুক্ত ব্যাংকসমূহের দায় এবং সম্পদের হিসাব, বাণিজ্য শর্ত, জীবনযাত্রায় ব্যয় সূচক সংখ্যা, বিনিময় হার প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য থাকে। কাজেই আপনি বুঝতে পারছেন, আপনাকে কোন ধরনের তথ্যের জন্য কোথায় যেতে হবে বা কোন প্রকাশনা সংগ্রহ করতে হবে।

দেশের আর্থিক বিষয়ে বিশেষ করে ব্যাংকিংগত সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের মূল দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের।

এতক্ষণ আপনি পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ যেমন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজকর্ম সম্বন্ধে জানলেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ছাড়াও আরো কিছু সংস্থা রয়েছে, যারা তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। যেমন - বাণিজ্য সংস্থা, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, ব্যক্তি মালিকানাধীন গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা। যেমন - এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) যা বাংলাদেশসহ দক্ষিণ অঞ্চলীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। জাতিসংঘ সংস্থা, কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) এবং আরো বিভিন্ন সংস্থা থেকে বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

এছাড়া BIDS (Bangladesh Institute of Development Studies) এবং কুমিল্লা ও বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বিভিন্ন রকমের আর্থ সামাজিক ও গবেষণামূলক পরিসংখ্যান তথ্যের উৎস। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীগুলি সমবায় সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে থাকে। BIDS অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণামূলক তথ্যের উৎস।

**অনুশীলন**

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাংলাদেশে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রকাশিত তথ্য কিরূপ ভূমিকা পালন করে। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (অনূর্ধ্ব ৩০০ শব্দ)

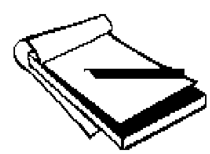

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান তথ্যের উৎসগুলি সম্পর্কে আপনার ধারণা হলো। এবার বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান পরিসংখ্যান প্রকাশনার তালিকা দেওয়া হলো। যে প্রকাশনা থেকে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

**বাংলাদেশের প্রধান ১০টি পরিসংখ্যান প্রকাশনার তালিকা**

| প্রকাশনার নাম | প্রকাশক সংস্থা | সময় | যে সমস্ত তথ্য থাকে |
|---|---|---|---|
| Statistical Yearbook of Bangladesh | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | বার্ষিক | বাংলাদেশের আয়তন, জনসংখ্যা, গৃহসংস্থান, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষিজ উৎপাদন, প্রাণীজ সম্পদ, মৎস সম্পদ, বনজ সম্পদ, শিল্প সম্পদ, শক্তি সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য, অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, জলবায়ু ও আবহাওয়া । |
| Monthly Statistical Bulletin of Bangladesh | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | মাসিক | জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, শ্রম ও কর্মসংস্থা, মজুরী, কৃষি ও খাদ্য, জলবায়ু মূল্যমান, শিল্পোৎপাদন, পরিবহণ ব্যবস্থা, বহির্বাণিজ্য, জাতীয় আয়, সরকারী অর্থব্যবস্থা। |
| Monthly Indicators of Current Economic Situation of Bangladesh | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | মাসিক | প্রধান অর্থনৈতিক নির্ণায়কসমূহ, পাইকারী ও খুচরা মূল্যমান, খাদ্য পরিস্থিতি, কৃষি ও শিল্পোৎপাদন, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রা ও ব্যাংকিং, বৈদেশিক অনুদান ও বাণিজ্যিক প্রটোকল। |
| Year book of Agricultural Statistics of Bangladesh | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | বার্ষিক | শস্য উৎপাদন সম্পর্কিত পূর্বাভাষ, ফসলহানি, জলবায়ু ও কৃষি উপকরণ, ভূমি ব্যবহার এবং মালিকানা, কৃষি উৎপাদন। |
| Statistical Pocket Book of Bangladesh | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | বার্ষিক | দেশের আয়তন, জনসংখ্যা, জলবায়ু, শস্যোৎপাদন, প্রাণীজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস সম্পদ, কৃষিজ উৎপাদন, শিল্পোৎপাদন, বৈদেশিক বাণিজ্য, জাতীয় আয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ কল্যান, মূল্য ও মজুরী, শ্রম ও জনশক্তি, যোগাযোগ ও পরিবহণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। |
| Census Bulletins & Report | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | দশক | লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, শিক্ষার হার শ্রমশক্তি অনুযায়ী জনসংখ্যা। |
| Bangladesh Economic Review | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | বার্ষিক | জাতীয় আয়, কৃষি, খাদ্য, শিল্প, সরকারী অর্থ ব্যবস্থা, মুদ্রা ও ব্যাংকিং, বৈদেশিক অনুদান, জীবন যাত্রার দর, বৈদেশিক বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহণ, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, পানি ও বিদ্যুৎ। |
| Bangladesh Bank Bulletin | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | মাসিক | মুদ্রা সংক্রান্ত ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, সুদের হার, জাতীয় সঞ্চয়, প্রধান প্রধান পণ্য পরিসংখ্যান, মুদ্রা সরবরাহ, ঋণের শ্রেণীবিভাগ - বাণিজ্য পরিসংখ্যান, তুল্যমান, উৎপাদন এবং সূচক। |
| Educational Statistics of Bangladesh | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | বার্ষিক | প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য। |
| Budget Documents on Grant and Allocation | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | বার্ষিক | উৎস ও খাত অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ। |

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান তথ্যের উৎসগুলি কী কী? বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যক্রম আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশে প্রকাশিত তথ্যের উৎসসমূহের নাম লিখুন। বাংলাদেশের জাতীয় আয় নির্ণয়ের জন্য সকল তথ্য আপনি কোথায় থেকে সংগ্রহ করবেন?

৩. বাংলাদেশে প্রকাশিত পাঁচটি প্রকাশনার নাম লিখুন। এ সকল প্রকাশনা থেকে কী ধরনের উপকার পেতে পারেন বলে আপনি মনে করেন। প্রকাশনাগুলোর বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

৪. আপনার মতে আমাদের দেশের সরকারী তথ্যের সবচাইতে প্রয়োজনীয় উৎস কোন্ প্রতিষ্ঠান? এর কাজ, প্রকাশনা এবং প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

৫. বাংলাদেশের সরকারী পরিসংখ্যানের প্রধান উৎসগুলি কী কী? সরকারী পরিসংখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাগুলির নাম উল্লেখ করুন।

---

## Reference :

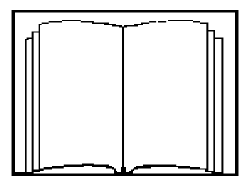


1. মুহাম্মদ আলী মিঞা এবং মোঃ আলিম উল্ল্যা মিয়ান : পরিসংখ্যান পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৫।
2. J.C.S. Das : Lesson Note on Statistics, ICMA, Bangladesh, Nilkhet, Dhaka, 1988.
3. Publications of Bureau of Statistics.